বাগেরহাটে নারী শ্রমিকরা মজুরী বৈষম্য শিকার

বাগেরহাট বিসিক শিল্প নগরীতে নারকেল তেল, চাল, ডাল ও তুষ কাঠের মিলে নারী শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করছে । শ্রম ও মজুরিতে বৈষম্য, হয়রানি, নির্যাতন, পানি সমস্যা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশসহ নানা রকম অসুবিধার মধ্য দিয়ে এখানকার নারী শ্রমিকরা কাজ করছে।

স্বামী পরিত্যাক্তা এক ছেলে আল-আমিন মোল্লা (৩) কে নিয়ে ফুফুর পরিবারের সাথে বসবাস করে রেখা বেগম। মিলে ১ হাজার নারকেল এর খোসা খুললে মাত্র আশি টাকা মজুরি পায় সে। সে দিনে মাত্র ৬-৭ শত নারকেল এর খোসা খুলতে পারে। প্রতি দিন খাওয়া-দাওয়া বাবদ ৫০-৫৫ টাকা খরচ হয়। নিজে অথবা ছেলে অসুস্থ হলে দ্বারস্থ হতে হয় মালিকের অথবা পার্শ্ববর্তী কারো কাছে টাকার জন্য। ধার করা টাকা পরিশোধ করতে অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়।

অধিক পরিশ্রম করে একমাত্র শিশুপুত্রের দিকে খেয়াল রাখা সম্ভব না হওয়ায় রুগ্ন হালে বেড়ে উঠছে আল-আমিন। রেখা মিলে কাজ হারানোর হুমকির মুখে পড়েছে একাধিকবার। মাঝে মধ্যে স্বামী নাসির মোল্লার উপর ভীষণ ক্ষোভ জন্মে। বিসিক শিল্প নগরীতে কাজ করতে নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করে সে। এলাকায় নেই সুপেয় পানি পানের কোন ব্যবস্থা। পানি পান করার জন্যে সেখানে একমাত্র ভরসা হচ্ছে পুকুরের পানি। টিউবওয়েলে আর্সেনিকের প্রকোপ, পৌরকর্তৃপক্ষের চিকন সাপ্লাই পাইপ মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি মিলে সংযোগ থাকায় এই দুরাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মিল শ্রমিকরা জানান।

আল-আমিন অটো কোকোনাট অয়েল মিলের মালিক মো. আল-আমিন হোসেন বলেন, ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মিলে বর্তমানে ২৫ জন নারী ও ২৬ জন পুরুষ শ্রমিক কর্মরত আছে। কাউকেই কখনও কাজে বাধ্য করা হয় না। সকলে স্বাধীনভাবে কাজ করে। ন্যায্য মজুরী সময় মত প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, পানির অপ্রতুলতার কারণে বিসিকের প্রায় সকল শ্রমিক স্থানীয় পুকুরের পানি পান করে এমনকি আমরাও। কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসা সহায়তাও দিয়ে থাকেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বামী হারা আরেক নারী শ্রমিক রিণা মৃধা কাজ করেন তপন বসুর মালিকানাধীন শক্তি ডাল মিলে। কচুয়া থানাধীন বেড়-গজালিয়া গ্রামের অধিবাসী স্বামী সরেশ মৃধা তার জেলে পেশার অংশ হিসেবে সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হন। তাকে খুঁজে না পেয়ে ৯-১০ বছর আগে ২ মেয়ে ১ ছেলেকে নিয়ে কাজের সন্ধানে বাগেরহাটে এসে ডাল শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে। মণ প্রতি ৩ টাকা মজুরিতে কাজ শুরু করেছিল। নয়-দশ বছর পর এসে ১ মণ ডাল ভেঙ্গে পান মাত্র ৫ টাকা। সকাল ৮ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করে একজন শ্রমিক ১০ থেকে ১১ মণ ডাল মাড়াই করতে পারে। মাথাপিছু সাপ্তাহিক মজুরী হিসেবে পায় ৩৫০ টাকা হতে ৪০০ টাকা মাত্র। প্রায়ই সারারাত মিল চালু রাখতে হয় বিধায় রাতে আর বাড়ি ফেরা হয় না। তখন ডালের বস্তা বিছিয়ে এক-দুই ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়ার পর আবার শুরু করতে হয় পরের দিনের কাজ। ডালের মিলে ধুলোর প্রচণ্ডতায় কারো চেহারা চেনার উপায় থাকে না। অতিরিক্ত ধুলোর ফলে প্রায়ই আক্রান্ত হয় সর্দি, কাশি, জ্বর, গা ব্যথা, শ্বাস কষ্টসহ চোখের নানা রকম অসুখে। যদিও মালিকপক্ষ মাঝে মধ্যে কিছু অর্থ সহযোগীতা দিয়ে থাকে, তবে তা পর্যাপ্ত নয়। রিণা মৃধার ২ মেয়ে শিখা (১২) পপি (৯) নারকেল খোলার কাজ করে অসিম বাবুর কোকোনাট অয়েল মিলে। একমাত্র ছেলে শেখর মৃধা কাজ করে কচুয়ার একটি বাগদা চিংড়ির ঘেরে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ ভাবার সময় নেই, চাল নুনের ভাবনায় সময় কাটে। তিনি বলেন, তাদের কথা ভাবার মত কেউ নেই। না আছে এনজিও, না আছে,কোন শ্রমিক সংগঠন।

বাসায় কিংবা মিলে কোথাও কোন বিনোদনের সুযোগ নেই তাদের। বিনোদনের ব্যবস্থা প্রসঙ্গ তোলায় রিণা বলেন, ডাল ভাঙ্গা মেশিনের গান শুনি। ক্লান্তি দুর করতে যদি একটু জিরাতে চাই তবে মালিকের ধমক শুনতে হয়। সামান্য ভুল-ভ্রান্তিতে কথায় কথায় চাকরি যায় আবার চাকরি হয়।

মিলের মিস্ত্রি আসলাম শেখ ফেকু (৫১) জানান, শুক্র আর শনি নেই খালি কাজ আর কাজ। বেশি বেশি খাটায় কিন্তু মজুরি না দিতে হলে মালিক বেশি খুশি হত। শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে রাখা হয় সব সময়। শ্রমিকদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

নাম প্রকাশে অনি"ছুক একজন নারী শ্রমিক জানান, শ্রমিক সরদার শচীন হালদার (৪০) নিজে একজন শ্রমিক হলেও শ্রমের বাইরে মালিক তাকে অতিরিক্ত টাকা দেয় শ্রমিকদের উপর নজরদারী করার জন্য। শচীন হালদার বলেন, শ্রমিকদের মণ প্রতি ৬টা মজুরী দেয়া হয় অথচ শ্রমিকরা তা শচীনের সামনেই প্রত্যাখ্যান করে।

মিলের ম্যানেজার কিশোর ঘোষ (৩৬) বলেন, আমাদের শ্রমিকরা শান্তিপুর্ণভাবে কাজ করে এবং তাদের শ্রম বা মজুরিতে কোন বৈষম্য নেই। সুখে-দুঃখে অসুখে-বিসুখে আমরা সব রকম সহায়তা দিয়ে থাকি। তবে ৫ টাকার জায়গায় ৬ টাকা মণ প্রতি মজুরি ধার্য্য করার কথা।

বিসিকের উপ-পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন জানান, মালিক পক্ষের সাথে আমাদের অফিসের চুক্তির ভিত্তিতে স্থান বরাদ্দ দেয়া হয়। মালিক কিভাবে শ্রমিক নিয়োগ করবে সেটা মালিকরে একান্ত ব্যাপার। মৌখিক চুক্তিতে শ্রমিকদের চাকরী দেয়া হয় আবার মৌখিকভাবে তাদের ছাঁটাই করা হয় সেখানে আমাদের জানারও সুযোগ থাকে না কে কোথায় আছে, কার কাজ হ"ছ আর কে কাজ হারা"ছ, কত তার মজুরি। বিশুদ্ধ পানি পানের প্রশ্নে তিনি জানান, বিশুদ্ধ পানি কোথাও নেই। এখানেও তেমনি। চিকন একটা পাইপে কতটুকু সামলানো যায়। অনেকেই বিসিকের পুকুরের পানি খায় একথা সত্য। তবে আমি অফিসে হৃদয় মিনারেল ওয়াটারের পানি নিয়মিত পান করি।

মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শিল্পী সমাদ্দার বলেন, আমরা শুনেছি বিসিকে নারী শ্রমিকদের সমস্যার কথা। কয়েকবার চেষ্টাও করেছি নারী শ্রমিকদের জন্য কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু সংগঠন করার ক্ষেত্রে বিসিক কর্তৃপক্ষ ও মালিক পক্ষের চরম অসহযোগীতা আজ নারী শ্রমিকদের দুরাবস্থার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখেছি ওখানে নারী শ্রমিকরা অসম্মানিত হয় এবং শ্রম মজুরিতে ঠকে। বর্তমান সময়ে দেশে চলমান জর"রী অবস্থা উঠে গেলে আমরা সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করব সংগঠনের পক্ষ থেকে।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন: জাহিদুল ইসলাম যাদু, খান সাইফুল ইসলাম রানা, শারমিন আক্তার সাজু, মোঃ আলমগীর হোসেন